FEB. 26 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

টাঙ্গাইলে ১৩ পরীক্ষার্থী গ্রেফতার, পুলিশের হামলা ৭ সাংবাদিক আহত

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গতকাল রোববার সন্ধ্যায় পুলিশ টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব চত্বরে ঢুকে করটিয়া সাদত কলেজের মাস্টার্স শেষ পর্বের ছাত্রছাত্রী এবং সাংবাদিকদের বেধড়ক পিটুনি দেয়। পুলিশের হামলায় দৈনিক প্রভাতের সাংবাদিক ইফতেখার অনুপম, মূলস্রোতের স্টাফ রিপোর্টার মিজানুর রহমান ও প্রভাতের রিপোর্টার আবদুল আওয়ালসহ ৭ জন সাংবাদিক আহত হন। পুলিশ ৬ জন ছাত্রীসহ ১৩ জন মাস্টার্স পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার এবং মারপিট করেছে। ঘটনার পরপরই কামরুল হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের এক জরুরি সভায় ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টায় সাদত কলেজের মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষার্থীরা টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, সাদত কলেজের নবাগত অধ্যক্ষের ইঙ্গিতে ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় টিমের সদস্যরা গত শনিবার মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষায় বহু নির্দোষ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। এদিন ৬শ ৫০ জনকে বহিষ্কার করা হয়। হলের মধ্যে অনেক ছাত্রকে মারপিট করা হয়। ছাত্রীদের লক্ষ্য করে গালাগাল করা হয়। তারা অকারণে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারাদেশ

৮ পৃঃ ১ কঃ ১

টাঙ্গাইল ঃ গ্রেফতার ১৩

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিক সম্মেলনশেষে ছাত্রছাত্রীরা বের হয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাদের ঘেরাও করে। তারা ছাত্রছাত্রীদের ধরে মারপিট শুরু করে। নুরজাহান মুক্তি নামে এক ছাত্রীকে বেধড়ক পেটানোর সময় সাংবাদিক ইফতেখার অনুপম ছবি তুলতে গেলে পুলিশ তার ওপর হামলা চালায় এবং তাকে বেদম পিটুনি দেয়। অন্য সাংবাদিকরা অনুপমকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপরও চড়াও হয়।